Bangla Class

lecture - 01

ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনির ও বর্ণের সংজ্ঞা

মানুষের মুখে যা উচ্চারণ করে তা হলো ধ্বনি (speech sound); আর সেই ধ্বনি লিখিত রূপ বা নির্দেশক চিহ্ন বা প্রতীক বা সংকেতিক চিহ্ন বা দৃশ্য রূপকে বলে বর্ণ (Letter) এক কথায় ধ্বনি হচ্ছে উচ্চারণের মাধ্যম আর বর্ণ হচ্ছে লিখার মাধ্যম

✓ গঠনানুসারে স্বর ২ ধরনের। যথা- মৌলিক স্বর ও যৌগিক স্বর

- **মৌলিক স্বরবর্ণঃ** যে স্বরবর্ণ ভেঙে উচ্চারণ করা যায় না বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাদের মৌলিক স্বরবর্ণ বলে। বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরবর্ণের সংখ্যা ৬টি। যথা - অ, আ, ই, উ, এ, ও।
- **যৌগিক স্বরবর্ণঃ** দুটি স্বর যুক্তভাবে অবিভাজ্যরূপে উচ্চারিত হলে তাই যৌগিক স্বরবর্ণ। বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরবর্ণের সংখ্যা ২টি - ঐ, ঔ। বিশ্লেষণরূপ ঐ (অ+ই), ঔ (অ+উ) অর্থাৎ দুটি বর্ণ মিলে একটি বর্ণ তৈরি করেছে, তাই এই ২টি বর্ণকে যৌগিক স্বরবর্ণ বলা হয়। যৌগিক স্বরবর্ণের অপর নাম যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ।

▪ কার ও ফলা আলোচনা-

- ❑ কারঃ **স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে কার।** স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ আছে বা কার হয় ১০টি। **যথাঃ** আ-কার (া), ই-কার (ি), ঈ-কার (ী), উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ), ঋ-কার (ৃ), এ-কার (ে), ঐ-কার (ৈ), ও-কার (ো), ঔ-কার (ৌ)। সুতরাং স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ আছে ১১টিটি বর্ণের আর স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ বা কার আছে ১০টি বর্ণেরঃ **নেই ১টি (অ) বর্ণের।**

- ফলাঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ আছে বা ফলা হয় ৬টি। যথাঃ ম-ফলা (জন্ম, পদ্ম, আত্ম), ন/ণ-ফলা (অন্ন, চিহ্ন, প্রাহ্ণ), র-ফলা (পাত্র, নেত্র, প্রলয়), ব-ফলা (স্বাধীন, বিশ্ব, পক্ব), য-ফলা (সত্য, কাব্য, কার্য), ল-ফলা (পল্লব, কল্লোল, হিল্লোল)। সুতরাং ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ণরূপ আছে ৩৯টি বর্ণের আর ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ বা ফলা আছে ৬টি বর্ণের। ফলা বর্ণগুলো মনে রাখবেন যেভাবে মনে রবে যল।

❖ অঘোষ ধ্বনি ও ঘোষ ধ্বনি এবং অল্পপ্রাণ ধ্বনি ও মহাপ্রাণ ধ্বনি

- **অঘোষ ধ্বনি:** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি (Unvoiced)। ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ, শ, স - ধ্বনিসমূহ অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি।
- **ঘোষ ধ্বনি:** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, তাকে বলা হয় ঘোষ ধ্বনি (Voiced)। গ, ঘ, ঙ/ং, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, র, ল, ড়, ঢ়, হ - ধ্বনিসমূহ ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি।

- **অল্পপ্রাণ ধ্বনি:** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Unseparated)। ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব, ড়, শ, স - ধ্বনিসমূহ মহাপ্রাণ ধ্বনি।
- **মহাপ্রাণ ধ্বনি:** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি (Aspirated)। খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ, ঢ়, হ - ধ্বনিসমূহ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

উচ্চারণ প্রকার অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি

- **স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনঃ** ফুসফুস আগত ধ্বনিবাহী বাতাসের প্রবাহ সম্পূর্ণ রুদ্ধ বা বন্ধ হয়ে হঠাৎ সে বাধা সরে গিয়ে বাতাসে বেরিয়ে গেলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তা স্পৃষ্ট ধ্বনি। **বাংলায় ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনির সংখ্যা - ২০টি।**

- কণ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি : ক, খ, গ, ঘ
- তালব্য স্পৃষ্টধ্বনি : চ, জ, জ, ঝ
- মূর্ধন্য স্পৃষ্টধ্বনি : ট, ঠ, ড, ঢ
- দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনি : ত, থ, দ, ধ
- ওষ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি : প, ফ, ব, ভ

- **অন্তঃস্থ ধ্বনিঃ** স্পর্শ ও উষ্ম ধ্বনির অন্তরে অর্থাৎ মাঝে আছে বলে এই ধ্বনিগুলোকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয় আর বর্ণগুলোকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়। বাংলায় অন্তঃস্থ বর্ণ ৪টি - য, র, ল, ব। **মনে রাখবেন যেভাবেঃ অন্তে - রবে যল। 'অন্ত' - অন্তঃস্থ বর্ণঃ রবে যল = র, ব, য, ল।**
- **নাসিক্য ব্যঞ্জনঃ** নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় ধ্বনিবাহী বাতাস মুখবিবরের স্থানে সম্পূর্ণ বাধা পেয়ে তা নাক দিয়ে নির্গত হতে থাকে। বাংলায় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ৩টি - ঙ, ন, ম। **তবে বাংলায় নাসিক্য ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি - ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ঁ (এই ৭টি ঘোষধ্বনি)।**

- **উষ্ম ব্যঞ্জন:** যেসব ধ্বনি উচ্চারণে মুখের বাতাস বেশি বের হয়, শ্বাসবায়ুর উপর প্রাধান্য থাকে, সেগুলোকে উষ্মধ্বনি বলে। আর উষ্মধ্বনি নির্দেশক বর্ণগুলোকে উষ্মবর্ণ বা ঘর্ষণজাত বর্ণ বলে। এ ধ্বনির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো - শ্বাস যতক্ষণ খুশি ধরে রাখা যায়। বাংলা উষ্মধ্বনি ৩টি - শ, স, হ। তবে বাংলায় উষ্মবর্ণ ৪টি - শ, ষ, স, হ (শ, ষ, স - অঘোষ, অল্পপ্রাণ; হ - ঘোষ, মহাপ্রাণ এবং উচ্চারণ স্থান - কণ্ঠ)।
- **শিস ব্যঞ্জন:** যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় শিস দেওয়ার মতো উচ্চারণ হয়, তবে তাদের শিসধ্বনি বলে। শিস ধ্বনির দ্যোতক নির্দেশক বর্ণকে শিস বর্ণ বলে। বাংলা শিসধ্বনি ২টি - শ, স। তবে বাংলা শিসবর্ণ ৩টি - শ, ষ, স (অঘোষ, অল্পপ্রাণ; উচ্চারণ স্থান যথাক্রমে - তালু, মূর্ধা, দন্ত্য) মনে রাখবেন, সকল শিসধ্বনি উষ্মধ্বনি কিন্তু সকল উষ্মধ্বনি শিসধ্বনি নয়।

- **পার্শ্বিক ব্যঞ্জন:** জিভের ডগাকে মুখের মাঝামাজি দাঁতের গোড়ায় ঠেকিয়ে রেখে জিভের দু’পাশ দিয়ে মুখের বাতাস নির্গত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। **বাংলায় পার্শ্বিকধ্বনি ১টি - ল (উচ্চারণ স্থান - দন্তমূলীয়; এটি ঘোসধ্বনি।**
- **কম্পনজাত ব্যঞ্জন:** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ একাধিক বার অতি দ্রুত দন্তমূলকে আঘাত করে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে কম্পিত ব্যঞ্জন বলে। **বাংলায় কম্পনজাত ব্যঞ্জন ১টি - র (উচ্চারণ স্থান - দন্তমূলীয়; এটি ঘোষধ্বনি)।**
- **তরল স্বর:** ‘র’ ও ‘ল’ -কে উচ্চারণে প্রলম্বিত করা যায় বলে (র্র্র্র, ল্ল্ল্ল্) এ-দুটিকে তরল স্বর বলে। বাংলায় তরল ধ্বনি বা বর্ণ ২টি - র, ল। মনে রাখবেন যেভাবে: **‘তরল’ নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে - ‘র’ ও ‘ল’ বর্ণ ২টি।**

- **তাড়নজাত ব্যঞ্জন:** যে ধ্বনি জিভের নীচের অংশ দিয়ে দন্তমূল তাড়ন করে উচ্চারিত হয় তাকে তাড়িত বা তাড়নজাত ধ্বনি বলে। বাড়ি, কাপড় ইত্যাদি শব্দে ড়, ঢ় (উচ্চারণ ধরা যায় -আষাঢ়, দৃঢ় ইত্যাদি শব্দে। (ড় + হ = ঢ়)। **বাংলায় তাড়নজাত ধ্বনি ধ্বনি ২টি - ড়, ঢ় (উচ্চারণ স্থান - মূর্ধন্য; এরা ঘোষধ্বনি এবং 'ড়' অল্পপ্রাণ ও 'ঢ়' মহাপ্রাণ)**।
- **পরাশ্রয়ী বর্ণ:** যে ব্যঞ্জন বর্ণসমূহ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বর্ণের মতো কার বা ফলাগ্রহণ করতে পারে না, অন্য বর্ণের আশ্রয়ে শব্দ তৈরি করে, সেগুলিকে পরাশ্রয়ী বা পরাশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। **বাংলায় পরাশ্রয়ী বর্ণ ৩টি - ং, ঃ ,ঁ** ।

THE END